দৈনিক খবর

তারিখ 3 JUL 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড সমীপে আবেদন

বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতীয় উপমহাদেশে একটি শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে, একজন প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও দুনিয়ার বিভিন্ন দর্শন এবং যুক্তিভিত্তিক উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে কুরআন ও সুন্নাহর আলো বিকশিত করে আসছে তা হলো মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। যুগ যুগ ধরে আদর্শ মানুষ তৈরির কারখানা হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসিত।

সময়ের ব্যবধানে আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা যুগ উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন ও নৈতিকতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে হক্কানী ওলামায়ে কিরাম ও মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। যার ফলে দুর্নীতিপরায়ণ ও চরিত্রহীন ব্যক্তিদের কাছে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলশ্রুতিতে তারা অত্যন্ত

সুপরিকল্পিতভাবে দুর্নীতির বিষাক্ত ধোঁয়া ছড়িয়ে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড এবং মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে আচ্ছাদিত করে ফেলার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। যার অংশ হিসেবে আমরা লক্ষ্য করছি, একশ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সহযোগিতায় সাময়িক স্বার্থ হাসিলের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আসন্ন আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষায়ও নকলবাজি করার আয়োজনের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, যা আমাদের কলিজাকে ব্যথিত করে তুলছে। উল্লেখ্য, এভাবে নকল প্রতিযোগিতার ফলে প্রকৃত মেধার মূল্যায়নের পরিবর্তে দুর্নীতির চ্যাম্পিয়নশীপ নির্ধারণ হচ্ছে বলে অভিজ্ঞমহল ধারণা করছে।

পরিশেষে বাংলাদেশ মাদ্রসা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দের কাছে আমাদের আকুল আবেদন, বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি প্রতিষ্ঠান কুমিল্লার ধামতি আলীয়া মাদ্রাসার আসন্ন আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় নকলবাজি ও দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণেরআবেদনজানাচ্ছি।

মনিরুল ইসলাম, আবদুল হালীম
কুমিল্লা।